নিউইয়র্কে বাঙালি জীবন

আকবর হায়দার কিরণ, নিউইয়র্ক থেকে

তিনজন নৃত্য শিল্পী

যে দূরন্ত যুবক বাংলাদেশে থাকতে পরিচিত ছিল একজন নামকরা সন্ত্রাসী হিসেবে, যার কাছে লুটতরাজ, নির্যাতন কোনো ব্যাপারই ছিল না, সে এখন নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টের ডেলিভারি ম্যান। সাইকেল চালিয়ে আশপাশের কয়েক ব্লকের ভেতরে সারাদিন মনের আনন্দে ডেলিভারি করে বেড়ায়। কেউ ঠিকমতো টিপস না দিলে মনে মনে একটা ইংরেজি গালিও দেয় নিউইয়র্কের কায়দায়। কিন্তু কখনোই আইন বিরোধী কোনো কাজ করে না। বাংলাদেশের সেই সন্ত্রাসী এখন নিউইয়র্কের খেটে খাওয়া একজন মানুষ।

মেধাবী ছাত্র হিসেবে ১৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন পলাশ। প্রথম দিকে নেভাদায় কিছুকাল ছাত্র ছিলেন। তারপর জীবিকার সন্ধানে এ শহর ও শহর করতে করতে এখন নিউইয়র্কে। প্রথম ক'বছর একটানা ইয়েলো ক্যাব চালিয়েছেন। প্রবাস আর দেশের টানাপড়েনে ছাত্র জীবনে ভালোবেসে বিয়ে করা প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ক'বছর আগে।

নিউইয়র্কের বাঙালিদের জীবন অনেক বৈচিত্র্যে ভরা, অনেক ঘটনাবহুল। বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁর যে মেয়েটি জীবনে কখনো গাড়িতে ওঠেনি, এখানে সেই মেয়ে ড্রাইভ করে, কথায় কথায় বলে, দিস ইজ আমেরিকা, হু কেয়ারস?

এক সময় ব্রুকলিনের বদনাম ছিল লুঙ্গি পরে রাস্তায় বেরিয়ে আসা নিয়ে। আর এখন নিউইয়র্কের বাঙালিদের 'রাজধানী' জ্যাকসন হাইটসে দেখা যায় আশপাশের বাসা থেকে লুঙ্গি পরে বেরিয়ে আসতে। অবাক হওয়া কিংবা লজ্জা পাওয়ার কোনো ব্যাপার বলে তারা হয়তো মনেই করেন না। আবার একজন বাঙালি রমণী কিংবা যুবতী যখন চমৎকার শাড়ি কিংবা কামিজ পরে সদর্পে ঘুরে বেড়ান তখন দেখলে মনটা আনন্দে ভরে যায়। বিদেশীরা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে এসব পোশাক-আশাক দেখেন। ঠিক একই রকম আবার একটি

বাঙালি মেয়েকে স্প্যানিশদের মতো উগ্র পোশাকে দেখা। সবই মেনে নেয় নিউইয়র্ক।

নিউইয়র্কে বাঙালিদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এই বিশাল শহরের অনেক এলাকা আছে যেখানে বাঙালিদের রীতিমতো আধিপত্য বিরাজমান। ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস, এস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা সব জায়গায় হাজার হাজার বাঙালি থাকেন। প্রথম প্রজন্ম এখানে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করছেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠছে আর ১০ জন আমেরিকানেরই মতো। শিক্ষাদীক্ষা, মেধা, মনন সবকিছুতেই সমানে সমান। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ভালো করছে লেখাপড়ায়। বর্ণ বৈষম্যের শিকার হওয়ার ঘটনা এখন অহরহ ঘটে না। ব্রুকলিনে সাম্প্রতিক বর্ণবৈষম্যের খবরাখবর মার্কিন গণমাধ্যমে ফলাও করে ছাপানো হয়েছে, নিন্দিত হয়েছে প্রচুর। ক'দিন আগে মেমোরিয়াল ডে উইকেন্ডে জ্যাকসন হাইটস গিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেই সমস্যা হচ্ছিল। এমনিতেই ওখানে সব সময় ভিড় লেগে থাকে। তার ওপর ৩ দিনের ছুটি থাকায় সবাই যেন রাস্তায় নেমে আসে। শুধু শপিং করতে নয়, নেহাত আড্ডা মারতে আসেন অনেকে। আলাউদ্দিন রেস্টুরেন্টের পাশে এখন খুলেছে বিশাল আকারের গ্রোসারি 'হাটবাজার', 'খামার বাড়ি'। ভিডিও-অডিও দোকান অবসরের সাইজ অনেক ব্লকবাস্টারের চেয়েও বড়ো। পাশেই খুলেছে নতুন গ্র্যান্ড সুইটস। যেখানে হালিম খেলে কলাবাগানের মামা হালিমের কথা মনে পড়ে। রেস্টুরেন্টে বসে দীর্ঘসময় আড্ডা মারাটা খারাপ দেখায় বলে রাস্তায় এই দাঁড়ানো। উইকেন্ডে জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় হাঁটাচলা অনেকটা মিছিলে শামিল হওয়ার মতো। পার্কিং পাওয়াটা সোনার হরিণ পাওয়ার মতোই। পুলিশকে সারাক্ষণ হুইসেল বাজিয়ে বেড়াতে হয়। দেশীয় স্টাইলে সুন্দরীদের টিজ করার দৃশ্যও উল্লেখ করার মতো। তবে আইনের ভয় থাকায় কেউ বাড়াবাড়ি করেন না খুব একটা।

যারা দু'যুগ ধরে এ দেশে আছেন তাদের ভেতর সাপ্তাহিক প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর কাছে শুনেছি এক সময় তারা খুঁজে বেড়াতেন কেউ এলো কিনা। আনন্দিত হতেন কাউকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে পারলে। আর এখন সপ্তাহে কতো যে পার্টি, ফ্যাংশন লেগে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। ঢাকার পর নিউইয়র্ক হলো এখন বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার দ্বিতীয় স্থান। এখানে আয়োজিত হয় ঢালিউড, ফোবানা, বিয়ানী বাজার সমিতির বিশাল পথমেলা, আট দশটা বৈশাখী এপ্রিল মে মাস জুড়ে। যা দেখে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে বিদেশীরা। পুলিশ ভ্যান নিয়ে ডজন ডজন পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় ভিড় সামলাতেও।

মেলায় চুড়ি কেনার ধুম

দেশীয় সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এখানে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন। বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা), উদীচী, বাংলাদেশ কালচারাল একাডেমী, বাংলা স্কুল, পাঠশালা, সুর ও ছন্দ ইত্যাদি আরো কতো সংগঠন। বিপার ছাত্রছাত্রীরা বাংলা শেখে একেবারে দেশীয় কায়দায়, অত্যন্ত চমৎকারভাবে। প্রবাসী সাংবাদিক নাসিমুন নাহার নিনির মেয়ে সেমন্তী যখন চমৎকার উপস্থাপনা করে কিংবা উচ্চাঙ্গ নৃত্য করে তখন বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। বাংলা টিভি আয়োজিত নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতায় ভিড় জমায় প্রবাসে জন্ম নেয়া শিশু-কিশোররা। বিচারকদের হিমশিম খেতে হয় বিচারের রায় দিতে। আগে শুধু বাংলাদেশ থেকে আসত শিল্পীরাই, অনুষ্ঠান করতো, এখন স্থানীয় দু'চার জন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মহিলা সমিতিতে গিয়ে যারা অনেক দিন নাটক দেখেন না তারা ঠিকই ঢাকা ক্লাবে গিয়ে দেখেন বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকার সাড়া জাগানো প্রযোজনা 'ইচ্ছা মৃত্যু'। ফজলুল কবির, স্বপ্না কাওসার, লিটন, মুকিত কেউ কারো চেয়ে কম যায় না অভিনয় পারদর্শিতায়। নিউইয়র্ক থেকে গানের সিডি বের করা আজকাল কোনো ব্যাপারই নয়। এখানে বাস করেন দেশের অন্যতম প্রতিভাবান সঙ্গীত পরিচালক নাদিম আহমেদ। মান্না দে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন নাদিমের কি বোর্ডের সঙ্গে, ঠিক একই রকম আনন্দের সঙ্গে হৈমন্তী শুক্লা তার লেখা ও সুরে গান করেন নতুন সিডির জন্য। নতুন প্রজন্মের ফুয়াদ, রিচার্ড, তানভির শাহীন সমান তালে কাজ করে চলেছেন তাদের স্টুডিও থেকে।

দেড় যুগেরও আগে দিগন্ত প্রবাসী পত্রিকা দিয়ে নিউইয়র্ক তথা বহির্বিশ্বে বাংলা পত্রিকায় যে শুভযাত্রা হয় তার অগ্রযাত্রা এখনো অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ঠিকানা প্রকাশিত হয় প্রতি বুধবার। ঠিকানাকে অনেকেই প্রবাসের ইত্তেফাক বলে থাকেন। পাশাপাশি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এখন সময়, সাপ্তাহিক বাঙালি, সাপ্তাহিক পরিচয়, সাপ্তাহিক কাগজ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, সাপ্তাহিক নতুন প্রবাসী, একাত্তর, সাপ্তাহিক

Conditions apply. For more details contact your local travel agent or Emirates on 9892801 (Dhaka) 725647 (Chittagong) or 712169 (Sylhet).

দর্পণ ও দেশ বাংলা। সর্বশেষ উল্লিখিত দু'টি পত্রিকা পাঠকদের বিনামূল্যে উপহার দেয়া হয়। বাংলায় প্রকাশিত হয় ইন্টারনেটে পত্রিকা। Nybangla com. প্রচারিত হয় ইন্টারনেটে বাংলা ভাষায় একমাত্র টিভি অনুষ্ঠান 'একুশেটিভি ডটকম।'

নিউইয়র্ক এসে গায়ক আসিফ, বাপ্পী লাহিড়ী কিংবা শুভ্র দেব ব্যস্ততার মাঝেও সময় দেন আউটডোরে বাংলা টিভির জন্য গানের রেকর্ডিংয়ে। বাংলা ভাষায় তিনটি টিভি অনুষ্ঠান এখানে প্রচারিত হয়। যার ভেতর সবচেয়ে পুরনো আনিসুজ্জামান খোকনের রূপসী বাংলা, তারপর রয়েছে মীর শিবলীর বাংলা টিভি ও সম্প্রতি শুরু হওয়া রিমন ইসলামের অনিয়মিত 'আই অন বাংলাদেশ'। এটিএন বাংলার সাম্প্রতিক আগমনের বিষয়টিও এখানে উল্লেখ করার মতো। যদিও গ্রাহকের সংখ্যা এখনো হাতে গোনার মতো। তবে দিনে দিনে তা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে বছর ১৫ নিউইয়র্কে আছেন আমেল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করে প্রথমে চাকরি করেছেন বিদেশী জাহাজে। তারপর নানা দেশ হয়ে দ্বিতীয় দফায় এখানে এসে থেকে যাওয়া। দেশে রয়েছেন বিবাহিত প্রিয়তমা স্ত্রী, যার সঙ্গে জীবনের শুধু ৫টি মাস কেটেছে। এখন প্রায় প্রতিদিনই ফোনে কিংবা ইন্টারনেটে কথা। তাও ঘন্টার পর ঘন্টা। তাদের ভালোবাসার বন্ধন অসম্ভব অটুট। আমেল প্রথম দিকে থাকতেন ব্রুকলিন, গেলো ক'বছর ধরে বাস করছেন কুইন্সে।

আমেল জানালেন, এক সময় ব্রুকলিনের রাস্তায় বেরুতে বাঙালিদের খুব ভয় হতো। দলবল ছাড়া কখনো একা কেউ দোকানপাটে আসতো না। কালোরা ওদের পকেট হাতিয়ে নিতো যখন তখন। বাজার করতে এলে সবাই অবস্থান করতো দোকানের ভেতর। দোকানিরও তাতে আপত্তি ছিল না। কারণ, ওরাই ছিলেন তার প্রধান ক্রেতা। আর এখন ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় বিদেশীরাই হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু।

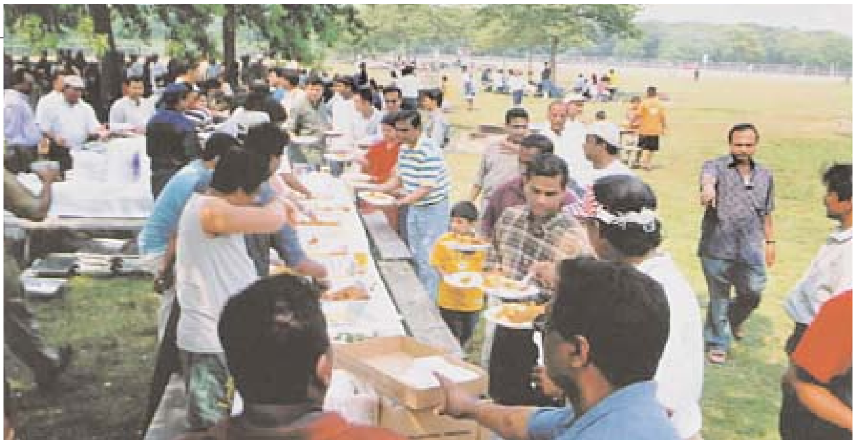

পিকনিকের একটি দৃশ্য

বাঙালিদের ভিড় ঠেলে ফুটপাত দিয়ে যে কারো হেঁটে যাওয়া সত্যিই কষ্টকর। পান খেয়ে দাঁত লাল করে যেখানে সেখানে পিক ফেলাও কোনো ব্যাপার নয়। আমেল আরেকটি মজার তথ্য জানালেন, কিছু লোক ছিলো যারা এক সময় জানালা দিয়ে চুপি চুপি দেখতো কোনো অনাহুত মেহমান আসছে কি না। এবং প্রয়োজন মতো কলিং বেলের শব্দ শুনতেন না। তাদের কাছে সব সময় ১ ডলার মানে বাংলাদেশের ৬০ টাকা। কেউ আছেন চা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন কেউ এক কাপ অফার করবে এ আশায়। এটা আগের কথা। এখন এরা ১ ডলারকে ভাবেন ১ টাকা।

ব্রুকলিনেরই আরেকজন জনাব বাবর। তার কাছে শোনা অভিজ্ঞতা একটু ভিন্ন ধরনের। আক্ষেপ করে বললেন, ব্রুকলিনে কতো চমৎকার বোটানিকাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, বিরাট পাবলিক লাইব্রেরি, সমুদ্র সৈকত রয়েছে। অথচ আপনি খুব কম বাঙালি পাবেন সেখানে। বেশির ভাগ মানুষই ব্যস্ত সভা-সমিতি নিয়ে। দেশের চেয়ে এই প্রবাসে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রবাসে বসে এসব করার কোনো মানে হয়? তিনি মনে করেন, আমাদের উচিত প্রবাসে এসে দেশকে মনে রেখে বিদেশের ভালো দিকটাকে জানার চেষ্টা করা। সভা সমিতি কিন্তু বাংলাদেশ নিয়েই করে। একটা কমিটি করতে গিয়ে হয়ে যায় পাঁচটা। এটাই হয়তো বাঙালিত্ব!

বাঙালিদের প্রধান আড্ডাখানা বলতে এক কথায় বোঝায় জ্যাকশন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিট এবং ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকা। কারো কারো মতে, এখানে মানুষের মাথা মানুষ খায়। এর ভেতর ঘটে অনেক বৈচিত্র্যময় ও আনন্দদায়ক ঘটনা। হঠাৎ দেখা মেলে কোনো পুরনো বন্ধুর, হয়তো বহু বছর বাদে।

জ্যাকসন হাইটসের আলাউদ্দিন, মান্নান গ্রোসারি, হাট বাজার ও খামার বাড়ির আশপাশে পুরো এলাকা জুড়ে চলে বাঙালিদের তুমুল আড্ডা। অদূরেই রয়েছে জনপ্রিয় অনন্যা, আড্ডা ও অবকাশ- তিনটিই অডিও ভিডিও'র দোকান। ৭৫ স্ট্রিটে কিছুদিন আগে পুনরায় খুলেছে চমৎকার দেশী সাজে গ্রামীণ রেস্তোরাঁ। নিজাম ও ঝর্না তরুণ দম্পতি গ্রাহকের সেবায় যেন নিবেদিতপ্রাণ। সম্প্রতি নিউইয়র্কে বসবাস শুরু করা প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরীও গ্রামীণে বসতে ভালোবাসেন। শহীদ কাদরী মানেই তো আড্ডা!

দেশের বাইরে থাকলেও প্রবাসীরা এখানে চুন থেকে শুরু করে চুড়ি সবই কিনতে পারেন। রুটির বেলুনি, মাটির বাসন ও খোলা, শিমুল তুলার বালিশ, পায়খানার বদনা, শলার ঝাড়ু, হাকিমপুরি জর্দা, পান, সুপারি- এক কথায় আপনি সবই পাবেন। দেশে থাকতে যে মাছটি কেনা ছিলো অনেকের কাছে অতি দুঃসাধ্য, এখানে তা কোনো ব্যাপারই নয়। সপ্তাহ শেষে জ্যাকসন হাইটসে দল বেঁধে অনেকে শপিং করতে আসেন নিউ জার্সি, কানেকটিকাট, বস্টন, ফিলাডেলফিয়া এমনকি

Conditions apply. For more details contact your local travel agent or Emirates on [illegible] (Dhaka) [illegible] (Chittagong) or [illegible] (Sylhet).

চমৎকার গ্রামীণ সাজে গ্রামীণ রেস্টুরেন্ট

ভার্জিনিয়া থেকেও।

ওদিকে ব্রুকলিনে আড্ডা জমে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ও তার আশপাশে। সেখানে নতুন প্রতিষ্ঠিত ঝিনুক রেস্তোরাঁয় বেশ রুচিসম্মত খাবার দাবার মেলে। একটু দূরে গেলেই চোখে পড়বে জনপ্রিয় স্বদেশ গ্রোসারি বাংলাদেশ সোসাইটির সম্পাদক ফখরুল আলমের দোকান। ব্রুকলিন ছিলো একসময় সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীর লোকজনের আধিক্য, এখন সব জেলার লোকেরাই সেখানে থাকছেন। বাঙালিদের দাপট বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন আসক্তির বিষয়টি এর আগেও আলোচনায় এসেছে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে প্রবাসে নেতা হওয়ার জন্যে মারামারি ফাটাফাটি খুব বেশি হয়।

ঠিক কতোজন বাঙালি নিউইয়র্কে ইয়েলো ক্যাব কিংবা ট্যাক্সি চালান তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই। তবে তাদের এই পেশা সবার কাছে সম্মানিত এবং সমাদৃত। বিদেশী প্যাসেঞ্জাররা বাঙালি ড্রাইভারদের সততার যে প্রশংসা করেন তার খবর প্রায়ই দেখা যায় মেইনস্ট্রিমের গণমাধ্যমে। ট্যাক্সি চালানোর আনন্দটাই আলাদা, বললেন জনাব রহমান। এতে রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। ভালো না লাগলে বাড়ি চলে আসা যায়। ব্রেক নেয়া যায়। কোথাও বসে আড্ডা মারা যায় কিংবা গাড়ি থামিয়ে ঘুমিয়েও নেয়া যায়। ক্ষেত্র বিশেষে কাজের ফাঁকে কোনো বান্ধবীকে নিয়ে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতেও যাওয়া যায়। যারা ট্যাক্সি চালান তাদের প্রধান সংগঠন ইয়েলো ক্যাব সোসাইটি। তবে আর সব সংগঠনের মতো এদের ভেতরও রয়েছে দলাদলি, আছে একাধিক শাখা। অনেক বাঙালি ইয়োলো ক্যাব চালক এই দলাদলিতে যেতে চান না। ট্যাক্সি যারা চালান তাদের দৈনিক রোজগার অন্তত পক্ষে ১০০ থেকে ২০০শ' ডলার। ঠিক এই সময়টায় বাঙালিরা শুরু করেছেন তাদের বনভোজনের পালা। পাল্লা দিয়ে চলবে এই বনভোজন আসছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। বনভোজনে গিয়ে পুরো পরিবার নিয়ে প্রচুর আনন্দ হয়। কখনো সখনো একটু আধটু মারামারিও হয় বটে। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আগামী সপ্তাহগুলোতে প্রচুর পয়সা ঢালবেন এই বনভোজনের পেছনে। অনেকে আছেন এই সময়টায় পুরো পরিবারসহ যাচ্ছেন অবকাশ যাপনে। কেউ যাচ্ছেন বিমানে, কেউবা লং ড্রাইভে। ফ্লোরিডা, লস এঞ্জেলেস, মিনেসোটা, আলাবামা ইত্যাদি কতো শহরে কাটবে তাদের ভ্যাকেশন।

খুব আক্ষেপ করে বললেন রাকিব হোসেন বিমা- 'জানেন এই নিউইয়র্কে সারা পৃথিবীর মানুষ আসেন ব্রডওয়ের নাটক দেখতে। অথচ আপনি হাতে গুনেও খুব একটা বেশি বাঙালি পাবেন না যারা ব্রডওয়েতে শো দেখতে গেছেন। বাঙালিদের নাট্য সংগঠনগুলো অবশ্য প্রচুর ভালো প্রযোজনা প্রবাসীদের উপহার দেন নিয়মিত। গোলাম সারোয়ার হারুন, শাহীন খান, ফাতিনাজ ফিরোজ, নার্গিস আহমেদ ও মিল্টনসহ অনেক জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী আছেন এখানে। রেখা আহমেদ ও লুৎফুন নাহার লতার মতো জনপ্রিয় তারকারাও এই শহরেই থাকেন। বেইলী রোডের সুপরিচিত মুখ অভিনেত্রী ও নির্দেশক নিশাত গেলো ক'সপ্তাহ নিউইয়র্কে রয়েছেন একটি নাট্য কর্মশালা পরিচালনার দায়িত্বে। আরেকজন আছেন তাজুল ইমাম। অনেকে বলেন নাচে গানে ভরপুর তিনি। তাজুল ইমামের গ্রাফিক ডিজাইন নিউইয়র্কের বাংলা গণমাধ্যমের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। আবার তাজুলেরই গান সারারাত বসে শোনা যায়। এমনকি তার পাপেট শো সবাইকে হাসিয়ে মারে। দেশের অন্যতম আবৃত্তিকার মিথুন আহমেদ ১০ বছর পর আবার প্রকাশ করলেন তার আবৃত্তির সিডি 'এইতো মাধুরী এইতো অধর'।

দেশ থেকে কাছের মানুষ এলে আঁকড়ে ধরেন। কেউ কেউ দেশে যেতে পারেন না ইমিগ্রেশনে শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকে আছেন। বিয়েও সমস্যা 'পাকা' কাগজ ছাড়া 'পাকা' কথা কেউ দেয় না। তবে বাঙালির মূল স্রোত এখানেও বাঙালি, মানে এখানেও প্রবাসী। নতুন প্রজন্ম কিন্তু আগে যেমন পিয়োর আমেরিকান হতে চাইতো। পেশাজীবী শ্রেণীর বাঙালিদের এ প্রবণতা ছিল। সেখানে ঘটেছে 'এবার ফিরাও মোরে'। উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়া করে সংযোগ রাখে মূল স্রোতের সঙ্গে। নবীন একদল সদ্য পাস করা ছেলেমেয়ে ড্রাম নামে সংগঠন করেছে। কাজ হলো ইমিগ্রান্টকে আইনি সহায়তা।

এই শহরে কতো বাঙালি আছেন যারা স্বপ্নের ভেতর প্রায়ই দেশে যান। প্রিয় জনপদে ঘুরে আসেন, সময় কাটান আপনজনের সঙ্গে। কতো বছর পর বাবা মা ভাই বোন আত্মীয়স্বজনকে দেখেন। দেখেন চির পরিচিত সেই সব রাস্তাঘাট, বদলে যাওয়া সবকিছু, অচেনা সব মুখ। অচেনা প্রায় হয়ে যাওয়া নিজের দেশ তারপরও তাকে টানে। স্বপ্নের মাঝে সেখানেই সে থাকতে চায়। বহুতল গাছহীন শহর নিউইয়র্কের কোনো এক ফ্ল্যাটে বসে তার দৃষ্টি হারিয়ে যায় নীলাকাশে। হারিয়ে যায় সে নিজেও। চলে যায় স্মৃতির ঢাকার সবুজ প্রান্তরে।

ছবি : নিহার সিদ্দিকী

www.emirates.com

Experience everyday New York.
Daily flights from Dhaka via Dubai.

Keep discovering.

New York is famous for its cabs and its cab drivers. They're known for being loud, they're known for being tough. Yet talk to them about their city and a smile creeps across their face. There are over 12,000 cabs in New York City and they're all capable of turning a ride into an adventure.

Enjoy up to three complimentary nights at the Ritz Carlton in New York for travel until 31st August.

Emirates
Over 70 destinations worldwide

Non-stop daily flight from Dubai to New York on the brand new Emirates Airbus A340-500. Private suites in First Class. 600 channels of in-flight entertainment in all classes.

Conditions apply. For more details contact your local travel agent or Emirates on 9892801 (Dhaka) 725847 (Chittagong) or 712169 (Sylhet).